কোটচাঁদপুর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার শিশারকুন্ডু গ্রামে নির্মাণ শ্রমিক রুহুল আমিন (২৫) মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের কাশিপুর নামক স্থানে ঘটনাটি ঘটে। তিনি শিশারকুন্ডু গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, রুহুল আমিন পেশায় একজন নির্মাণ শ্রমিক। বুধবার সকালে মোটরসাইকেলযোগে কালীগঞ্জের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কাশিপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আলমসাদুর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রুহুল আমিন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকালসোমবার রাতে উপজেলার রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কে এ ছিনতাই হয়।

ভুক্তভোগী মেহের মালিতা বলেন, আমার ছেলের ছেলে মিনহাজ (৩) কে নিয়ে যশোর গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল

ছেলের বউ তামান্না খাতুন, বেয়াই ফারুক হোসেন। আর আমাদেরকে এগিয়ে নিতে কোটচাঁদপুর গিয়েছিল আমার ভাই মোগরব মালিতা, ভায়েরা মিঠু মালিতা, ভ্যানচালক রেজাউল ইসলাম ও হাসান আলী। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের গ্রামের হায়দার মিস্ত্রি।

তিনি আরও বলেন, তখন রাত ১১টা ৫০ মিনিট। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা রওনা দিই। পথিমধ্যে রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কের চামতলা মাঠে পৌঁছালে সড়কের উপর গাছ পড়ে থাকতে দেখি। এ সময় গাড়ির গতি রোধ করতেই বাগানের মধ্য থেকে ৫/৬ জন দা হাতে বেরিয়ে আসে। এরপর বউমা আর নাতি ছেলেকে ছাড়া আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নগদ ১৫ হাজার টাকা, দুটি কানের দুল ছিনিয়ে নেয়।

পরে অপেক্ষা করে পথচারী আসার। কিছুক্ষণ পরে বলরামপুরের সেলিম রেজা ও সুমন নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা ভয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করিনি। তবে জানতে পেরেছি ঘটনাটি নিয়ে সেলিম রেজা থানায় অভিযোগ করেছেন।

সেলিম রেজা বলেন, ওই সময় ব্যবসার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে কোটচাঁদপুর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে আটকে রেখে নগদ ৫০ হাজার ৩শ’ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ব্যাপারে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। আর ওই এলাকা আমার দায়িত্বভুক্ত নয়। আমি গেল রাতে কুশকুড়ি মাঠে ডিউটিতে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। এ ঘটনায় সেলিম নামের একজন থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কোনো ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, একে দস্যুতা বলা যায়। আর এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

# [redacted]

[redacted] (PBSSI) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে জুলাই শহীদ দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ১৬ জুলাই ‘জুলাই শহীদ দিবস’ পালিত হয়েছে। বুধবার সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জুলাই শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মোয়াবিয়া হুসাইন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল হক, পৌর জামায়াতের আমির আব্দুল কাইয়ুম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী কল্পনা রানী, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সায়লা শারমিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটচাঁদপুর শাখার আহ্বায়ক হৃদয় আহসান, পৌর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জগন্নাথ চন্দ্র, পৌর মহিলা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শরিফুজ্জামান তুহিন, পাইলট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসহাক আলী, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রমুখ।

সে সময় অতিথিবৃন্দ জুলাই শহীদদের তাৎপর্য তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, সুধীজন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উপজেলা

প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বিশেষ দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তথ্য কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

কোটচাঁদপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ১

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় শফিকুল ইসলাম (১৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার চাচাতো ভাই হাবিব গুরুতর আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৮ জুলাই) দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর এলাকার ডাকাততলা ব্রিজের ওপর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলার আজমপুর গ্রামের বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম তার চাচাতো ভাই হাবিবকে সঙ্গে নিয়ে দোড়া এলাকার বোনের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে বলুহর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান একটি পাখিভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই শফিকুল ইসলাম নিহত হন। গুরুতর আহত হাবিবকে প্রথমে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘাতক পিকআপটি জব্দের চেষ্টা চলছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় নিহতের পরিবারসহ স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কোটচাঁদপুরে সড়কে ধানের চারা রোপণ করে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ গ্রামবাসীর

বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে বারবার আবেদন করেও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় ব্যতিক্রমী পন্থায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার দুপুরে তারা তালসার থেকে ঘাঘা বালিখোলা সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ধানের চারা রোপণ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।

স্থানীয়রা জানান, তালসার বাজার থেকে ঘাঘা বালিখোলা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার অংশে ইটভাঙা সলিং ভেঙে কাদা ও খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বাকি অংশের অবস্থাও আরও করুণ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কটি এখন একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

তালসার পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ও সাবেক সেনা সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন, আমাদের পাড়ার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের চলাচলের একমাত্র সড়কটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বলেও কোনো লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে প্রতীকীভাবে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

স্থানীয় কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ বলেন, রাস্তাটি এলজিইডির আওতাধীন হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো প্রকল্প নেওয়া যাচ্ছে না। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার জানানো হয়েছে। প্রতিবছর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামান্য সংস্কারের চেষ্টা করি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু

বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। রাস্তার সুনির্দিষ্ট নাম জানানো হলে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে সেটির এলজিইডির আইডি রয়েছে কি না। না থাকলে কীভাবে কাজ শুরু করা যায়, তা বিবেচনা করা হবে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী আনিসুল ইসলাম বলেন, এখন ঘটনাটি জানতে পারলাম। দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পানিতে ডুবে আলিফ (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বহরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, সকালে আলিফ বাড়ির পাশের কুশনা বহরামপুর মামা ভাগ্নে বাওড় পাড়ে খেলা করছিল। খেলার সময় তার হাতে থাকা বলটি পানিতে পড়ে যায়। পরে সে নিজেই বল তুলতে পানিতে নামলে ডুবে যায়।

পরে স্থানীয়রা শিশুটিকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলিফ ওই গ্রামের রাশেদ আলীর ছেলে। এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তানভীর জামান বলেন, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# [redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

তিনি আরও বলেন, “আমি শাহজামাল খানকে চিনি না, তার সঙ্গে আমার কোনো লেনদেন নেই। আমি কেবল মনিরুল ইসলাম খানকে চিনি।”

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “ভুক্তভোগী থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।”

কোটচাঁদপুরে আদম ব্যবসায়ীর ফাঁদে ১২ পরিবার সর্বস্বান্ত

দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে স্বপ্ন ছিল ভালো চাকরি, একটু স্বচ্ছল জীবন। কিন্তু সেই স্বপ্নই এখন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার ১২টি পরিবারের কাছে।

অভিযোগ উঠেছে, কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের আদম ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম ও তার কাতার প্রবাসী ছেলে মাসুম বিল্লাহ মামুন বিদেশে ভালো কাজের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিটি পরিবার থেকে সাড়ে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। অনেকে শেষ সম্বল বিক্রি করেছেন, জমি বন্ধক রেখেছেন, এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়েছেন সবই সন্তানদের সোনালী ভবিষ্যতের আশায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, গত বছরের নভেম্বর থেকে কাতারের উম সালাল মোহাম্মদ এলাকায় গাদাগাদি করে একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে ১২ যুবককে। নেই বৈধ কাজ, ঠিকমতো খাবারের ব্যবস্থাও নেই। উপরন্তু হুমকি দেওয়া হচ্ছে আরও টাকা না পাঠালে দেশে লাশ ফেরত যাবে!

কাগমারী গ্রামের কৃষক মোহাম্মদ হানিফ বলেন, ‘ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে সংসারটা একটু ভালোভাবে চলবে ভেবেছিলাম। ৮ মাস হয়ে গেলো কোনো কাজ নেই। এখন ছেলেটা ওখানে না খেয়ে আছে, আর আমাদের বলছে আবার টাকা পাঠাতে!’

প্রতিবেশী বিধবা নারী নুরজাহান বেগমের কণ্ঠেও হতাশা ও ক্ষোভ,

‘জমি বন্ধক রেখে, গরু বিক্রি করে আর এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে দালাল নজরুলের হাতে টাকা দিয়েছিলাম। এখন বলছে আরও দুই লাখ টাকা না দিলে কাজ হবে না। এখন খাই কীভাবে, টাকা দেবোই বা কোথা থেকে!’

একই গ্রামের ভুক্তভোগী তবিবুর রহমান বলেন, ‘ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়ে সংসারে স্বপ্ন দেখেছিলাম দুই বেলা ভালোভাবে খাবো, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাবো। সেই আশায় সব বিক্রি করেছি, ঋণ নিয়েছি। এখন শুনি, কাজ তো দূরের কথা ওরা না খেয়ে আছে, আর বলছে আরেক দফা টাকা না দিলে ছেলের খোঁজও মিলবে না! সব শেষ হয়ে গেছে এখন এই প্রতারকরা যাতে আর কারো সর্বনাশ করতে না পারে, তাই বিচার চাই।’

এ ঘটনায় এক পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে, আরেকটি পরিবার আদালতে মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু তারপর থেকে নজরুল ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্যরা গা ঢাকা দিয়েছে। গ্রামের বাড়িতে ঝুলছে তালা, বন্ধ রাখা হয়েছে তাদের মোবাইল ফোনও।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার ওসি কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ‘ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্তরা পলাতক থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তাদের আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’

কোটচাঁদপুরে ব্যাগ ও গ্যাপ পদ্ধতিতে রপ্তানি যোগ্য আম চাষ

বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ব্যাগিং ও গ্যাপ পদ্ধতিতে আম চাষ করছেন স্থানীয় চাষিরা। কিন্তু পর্যাপ্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমটি এখনো রপ্তানি হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় না থাকাই আম রপ্তানির প্রধান অন্তরায় বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায়।

জানা যায়, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আম উৎপাদনকারী অঞ্চল কোটচাঁদপুর। সে অনুযায়ী এখানে আমের একটি শক্তিশালী বাজার গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলে উৎপাদিত আমের মধ্যে রয়েছে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোবিন্দ, বানানা, হাড়িভাঙ্গা, কাটিমন, বারি আম-৩, বারি আম-৪, বিশ্বনাথ ও মল্লিকা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতের আটির আম।

এর মধ্যে চার জাতের আম বানানা, কাটিমন, হিমসাগর ও আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী করে চাষ করা হচ্ছে। বানানা, কাটিমন ও হিমসাগর চাষ হচ্ছে ব্যাগিং পদ্ধতিতে এবং আম্রপালি চাষ হচ্ছে গ্যাপ পদ্ধতিতে। ফলে এই জাতগুলোর আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাও ভালো।

প্রায় ৪ বছর আগে কোটচাঁদপুরের কৃষক আব্দুল আজিজ প্রথম ব্যাগিং পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। তার দেখাদেখি সলেমানপুর গ্রামের আবুল হোসেন, খোকা সরদার, রশিদ সরদার, জামাল সরদার ও আকবর আলীসহ আরও অনেক চাষি এই পদ্ধতিতে আম চাষ শুরু করেন। এ বছর প্রায় ৫০ হাজার ব্যাগে আম চাষ হয়েছে। গ্যাপ পদ্ধতিতেও আম চাষ হচ্ছে।

চাষি আবুল হোসেন জানান, তিনি ১০ বিঘা জমিতে আম্রপালি ও হিমসাগর আম চাষ করেছেন। এর মধ্যে ২ টন হিমসাগর ও ১০ টন আম্রপালি বিদেশে রপ্তানি উপযোগী হয়েছে। প্রতি ব্যাগে প্রায় ১ টাকা খরচ হলেও এই আম বাজারে ৫০–৮০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হয়। ব্যাগিংয়ের ফলে আম থাকে প্রাকৃতিক, বিষমুক্ত ও পোকামাকড়হীন, যা বাজারে চাহিদা বাড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “যদি বিদেশে এই আম পাঠানো যেত, তাহলে চাষিরা আরও লাভবান হতেন এবং সরকারও পেত রাজস্ব। পাশাপাশি আরও অনেক চাষি বিষমুক্ত আম চাষে আগ্রহী হতেন।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন জানান, এ বছর কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে আমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, “আমি শুনেছি আগে ১–২ বার বায়ারের মাধ্যমে এখানকার আম রপ্তানি হয়েছিল। এবারও বায়ারদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।”

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায় বলেন, “আমি বাজার ঘুরে দেখেছি, কোটচাঁদপুরে খুব ভালো মানের আম হয়। কিন্তু রপ্তানির জন্য কিছু কাজ করতে হবে।” তিনি জানান, ‘রপ্তানি

যোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প’ নামের একটি সরকারি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আম বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছর ইতোমধ্যে ৫ টন আম চীনে রপ্তানি করা হয়েছে। কিন্তু কোটচাঁদপুরের আম এই প্রকল্পের আওতায় না থাকায় এখান থেকে রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “আগামীতে কোটচাঁদপুরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।”

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ না করায় মন্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।